হুমায়ুন আজাদের কবিতা

মানুষের সঙ্গ ছাড়া

মানুষের সঙ্গ ছাড়া আর সব ভালো লাগে; আমের শাখায়
কালো কাক, বারান্দায় ছোট্ট চড়ুই, শালিখের ঝাঁক,
আফ্রিকার অদ্ভুত গণ্ডার, নেকড়ে, হায়েনা, রাস্তার কোণায়
মলপরিতৃপ্ত নোংরা কুকুর, বহু দূরে ডাহুকের ডাক
সুখী করে, এই সব সুখ আছে ব'লে আজো বেঁচে আছি, এবং এখনো
বাঁচতে ইচ্ছে করে, তাই হয়তো আত্মহত্যায় যাবো না কখনো।

মানুষ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে চাই না; শুধু ভাবি

এতো কুৎসিত কী ক'রে হলো এই জন্তুগুলো? প্রত্যেকের মুখে
কী ক'রে জমলো এতো আবর্জনা? কী ক'রে সবাই এতো অসৃভাবী
হয়ে উঠলো? আজ তারা প্রত্যেকেই সংঘ, প্রত্যেকের চোখে
হিংসা, প্রত্যেকেই আগ্নেয়াস্ত্র; প্রত্যেকেই একেকটি তীব্র মতবাদ,
গ্রীবা চেপে উপভোগ করতে চায় জীবনের মনোরম স্বাদ।

মানুষের সঙ্গ ছাড়া আর সব ভালো লাগে; অতিশয় দূরে বেঁচে আছি,
পথের কুকুর দেখে মুগ্ধ হই, দেখি দূরে আজো ওড়ে মুখর মৌমাছি।

রান্নাঘরে নারীবাদী

তুমি এসেছিলে লিসবন আর আমি দূর ঢাকা থেকে;
দেখা হয়েছিলো গ্র্যান্ট্স্ হাউজের উষ্ণ রান্নাঘরে;
রাঁধছিলে তুমি পোর্ক ও পোটেটো; আমার শুঁটকি রান্না দেখে
চেয়ে রয়েছিলে দুই নীল চোখ বিস্ময়ে পুরো ভ'রে।

'হাই', হেসে বলেছিলে, 'কোথা থেকে যেনো তুমি?'
'বাঙলাদেশ; আর 'তুমি?'-বলেছিলে, 'আমি পর্তুগাল।'
-'ব্যাঙলাদেশ?' চিনতে পারো নি;-সাগর না মরুভূমি;
লজ্জা তোমার গণ্ডদেশকে ক'রে তুলেছিলো আরো লাল।

তারপর আমরা অনেক রেঁধেছি; বুঝেছি রান্নায়ও আছে সুখ।
তুমি খুব সুখে খেয়েছো শুঁটকি, ভর্তা, বিরিয়ানি, মাছ, ভাত,
আমিও খেয়েছি পোর্ক ও পোটেটো; স্বাদে ভ'রে গেছে মুখ;
কথা ব'লে ব'লে বুঝতে পারি নি গভীর হয়েছে রাত।

'নারীবাদী আমি', বলেছিলে, 'খুবই ঘৃণা করি প্রেম আর বিয়ে,
প্রেম বাজে কথা; বিয়ে? ওহ্ গশ্! খুবই নোংরা কাজ।'
'প্রেম বেশ লাগে', বলেছি আস্তে, 'কখনো বিবাহ নিয়ে
ভাবি নি যদিও; মনে হয় বিবাহের কোনো দরকার নেই আজ।'

http://doridro.com

চুমো খেতে খেতে ঘুমিয়েছি আমরা; বহু রাত গেছে সুখে,
আমাদের দেহে বেজেছে অর্গ্যান, ব্যাগপাইপ রাশিরাশি;
একরাতে দেখি কী যেনো জমেছে তোমার সুনীল চোখে,
আধোঘুমে ব'লে উঠেছিলে, 'প্রিয়, তোমাকে যে ভালোবাসি।'

কেঁপে উঠেছিলো বুক সেই রাতে; বেশি নয়, আট মাস পরে
বলেছিলে, 'চলো বিয়ে করি, আমার এখন বিয়ের ইচ্ছে ভারি।'
চুমো থেকে আমি পিছলে পড়েছি, ফিরেছি নিজের ঘরে;
'চলো বিয়ে করি, চলো বিয়ে করি', প্রতিটি চুমোর পরে;
এভাবেই, প্রিয়, একদিন হলো আমাদের চিরকাল ছাড়াছাড়ি।

কিছুই আগের মতো নয়

বজ্রের প্রচণ্ড শব্দে এখন কাঁপি না আর। মনে হয়
কাছে-দূরে কিছু ভাঙছে, ভাঙ্গুক; জানালার পাশে ফুটে রয়
শরৎ হেমন্ত জুড়ে শিউলির গাছ, কখনো সুগন্ধ পাই,
ব্যাকুল হই না; ভোরে ঘুম ভেঙে গেলে একবার হয়তো তাকাই।
জল দেখে মনে মনে সাঁতার কাটি না; সন্ধ্যাতারা দেখে
দাঁড়াই না, একবার তাকিয়ে আলোর টুকরোটি পিছে রেখে
এগোই সম্মুখে। গৃহ যে আকুল করে তেমনও নয়;
ফিরতে হবে, একটুকু আগে বা পরে, তাই ফিরতেই হয়।
নতুন বইয়ে আর সুগন্ধ পাই না, হাতে নিয়ে সেই পাগলের মতো
পড়তে বসি না, একদিন দেখি চারপাশে ধুলো আছে যতো
জ'মে আছে, দেখে হাসি। আন্তরিক এক বন্ধু অচিকিৎস্য অসুখে
সিঙ্গাপুরে মারা গেছে,-পত্রিকায় পড়ি-, তবু খুব শোকে
কাতর হই না; অথচ কুকুরছানার শোকে কতো রাত
কেটেছে অনিদ্র কষ্টে, বিস্বাদ লেগেছে চারদিক-মাছ, ভাত,
দুধ। গুচ্ছ গুচ্ছ গোলাপ ফোটে না আজ আর বাগানে ও বুকে;
এমনকি নদী, চাঁদ, ঘাসফুল, তারার আকাশ, দিঘি, দিগন্ত, শুকতারা
এখন দেখি না আর তাকিয়ে তোমার অতি পরিচিত মুখে।

প্রেম

আমরা বিশ্বাস করি না আমাদের? করি? হয়তো করি না? তুমি ভাবো
আমি আজ হয়তোবা আছি কোনো ঝলমলে অষ্টাদশী তরুণীর
সাথে; মেতে আছি ঠোঁটে, বুকে, শিহরণে; রোববার যাবো
অন্য কোনো তরুণীতে। আর আমি ভাবি অদ্বিতীয় তোমার শরীর
হয়তো পিষ্ট হচ্ছে কোনো শক্তিমান সুদর্শন দেবতার দ্বারা;
তোমার কণ্ঠের স্বরে কে না কাঁপে কয়েক সপ্তাহ? প্রথম তোমাকে
দেখেই কে না পড়ে থরোথরো প্রেমে? তোমাকে হয়তো তারা
পাঁচতারা, অথবা প্রাচীন ক্যাসেলে বাহুতে ও বুকে ক'রে রাখে।
হয়তো পাহাড়ে গেছো কারো সঙ্গে,-ভাবি-, উদ্যানপার্টিতে
কাটছে সন্ধ্যা; শেষে আলিঙ্গনে বেঁধে, বুকে ক'রে, কেউ নেবে ঘরে;

http://doridro.com

হয়তো ভাবছো তুমি নভেম্বরের এই মনোরম কুয়াশায় শীতে
কারো সঙ্গে আমি মত্ত মানবিক সবচেয়ে সুখকর জ্বরে।
আমাকে সন্দেহ ক'রে কষ্ট পাও? নিরন্তর? যে-রকম আমি
তোমাকে সন্দেহ ক'রে কাঁপি? দুঃস্বপ্নে ঘুমহীন থাকি?
আমরা বিশ্বাস করি না আমাদের? অবিশ্বাসে দিবা আর যামি
সন্দেহকেই প্রেমে পরিণত ক'রে বুক ভ'রে রাখি?

আমাদের ঠোঁট

প্রথম দেখার কথা আজো মনে পড়ে।
এসে ঢুকলে ঘরে, আর মহাজাগতিক সৌন্দর্যের ঝড়ে
কেঁপে উঠলো নীলগ্রহ; চোখের পল্লব, লাল টোল থেকে
ছড়িয়ে পড়লো জ্যোৎস্না, দুই ঠোঁট দেখে
মনে হলো সূর্যোদয় দেখছি বঙ্গোপসাগরে;
লাল আভা উপচে পড়ছে দিগন্তের ছোট্ট কুঁড়েঘরে।
দু-একজন, কখনো কখনো, মাঝেমাঝে আসে;
স্তব করে কেঁপেকেঁপে, লঘু হয়ে ভাসে
আশ্বিনের কুয়াশার মতো। তুমিও তেমনি স্তবে
কাঁপবে, ভেবেছিলাম নিজেকে মনে হবে
সার্থক; কিন্তু দেখি আমার ষাটটি সুপ্রসিদ্ধ বই
ছিঁড়েফেড়ে ফেলছো প্রখর যুক্তিতে; আমি ডুবছি অথৈ
অন্ধকারে; কোন চিত্রকল্পে আছে ঢুকে
প্রাগৈতিহাসিক ভ্রান্তি, দেখিয়ে দিচ্ছো; আমি একটু অসুখে
কাঁপতে থাকি; বই খুলে দেখাচ্ছো কোন কথাগুলো
ঝকঝকে, কিন্তু অসার; আমি শিমুলের তুলো
হয়ে দিগ্বিদিক ছিঁড়ে ফেড়ে উড়ে যাচ্ছি আপাদমস্তক;
আক্রমণে লণ্ডভণ্ড আমার ষাটটি মোটামুটি প্রসিদ্ধ পুস্তক।
বাকশক্তিহীন, পর্যুদস্ত, আমি ভাবি, অমন ফাল্গুন
ঠোঁটে, লাল টোলে, কী ক'রে থাকতে পারে এমন আগুন?
দু-ঘণ্টায় বাতিল হয়ে যাই, মূর্খ, বহু কিছু শিখি,
ইচ্ছে হয় তিরিশ বছর ধ'রে আবার নতুন ক'রে বইগুলো লিখি।
তবুও স্বপ্নের মধ্যে আশ্চর্য বিকেল কেটে যায়;
এক সময় দেখি জুলাইয়ের নিবিড় সন্ধ্যায়
আবছা অন্ধকারে পুব দিকে একটি স্থির শাদা চাঁদ ওঠে,
এবং আমরা বদ্ধ আলিঙ্গনে দুই জোড়া ঠোঁটে।

http://doridro.com